সাজো হে সাঁঝ

গীতিকার • অজয় ভট্টাচার্য

আজো ওঠে চাঁদ

(গীতি সংগ্রহ)

পৃথিবীর প্রেমে 'আজো ওঠে চাঁদ' আকাশের মাঝখানে ;
চাঁদিমার আলো পৃথিবীর কানে কোন্-সে বারতা আনে ?
মুগ্ধ পৃথিবী চায় অনিমেষে স্নিগ্ধ চাঁদিমা পানে ;—
হৃদয়ের ভাষা পায় যবে সুর জানায় প্রেম সে গানে !

—রমাপ্রসাদ মিত্র

গীতিকার ঃ অজয় ভট্টাচার্য

প্রকাশক—
শ্রীবীরেন্দ্রভূষণ ঘোষ
"সারদা সাহিত্য সংসদ"
৪১-ডি, একডালিয়া রোড,
বালিগঞ্জ ; কলিকাতা।

(প্রথম সংস্করণ)
মাঘ, ১৩৫২
দাম — দেড় টাকা

মুদ্রাকর—
শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস লিঃ
২৫, ডি. এস্. রায় ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

৺অজয় ভট্টাচার্য

তোমার গানের কুসুমে আজিকে গাঁথিয়া এ' মালাখানি
আরতি তোমার করি আজি কবি সাজায়ে তোমারি বাণী।
তোমার গগনে 'আজো ওঠে চাঁদ,' শুধু তুমি নাই কবি!
তব গীতি গান তারা রূপে জ্বলে' এঁকে রাখে তব ছবি॥

রাসপূর্ণিমা, ১৩৫২
"সারদা সাহিত্য সংসদ"
৪১-ডি, একডালিয়া রোড,
বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

—বীরেন্দ্রভূষণ ঘোষ

সূচীপত্র পুস্তকের শেষাংশে দ্রষ্টব্য।

উপহার

নিবেদন

৺অজয় ভট্টাচার্য মহাশয়ের নাম আজ বাঙলার সঙ্গীত-সমাজে কাহারও নিকট অবিদিত নাই। ৺অজয়বাবু একাধারে ছিলেন কবি, শিক্ষক, চিত্র-পরিচালক, এবং গীতিকার। তাঁহার রচিত গান বাঙলা দেশে গ্রামোফোন-রেকর্ড, বেতার প্রতিষ্ঠান, এবং সবাক-চিত্রকে গৌরবান্বিত করিয়াছে।

৺অজয়বাবু বহু গান রচনা করিয়াছিলেন। তাহা হইতে কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া ইতিপূর্ব্বে "শুকসারী" নামে একটী সঙ্গীত পুস্তক "আলো সাহিত্য সংঘ" হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। বাকী গানগুলি হইতে বাছাই করিয়া ছাপ্পান্নটী গান লইয়া "আজো ওঠে চাঁদ" নামক এই নূতন সঙ্গীত পুস্তকটী প্রকাশিত হইল। সঙ্গীতপ্রিয় লোক সমাজে পুস্তকখানি আদরলাভ করিলে খুশি হইব।

প্রকাশ-কার্য্যে "আলো" মাসিক পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক এবং "আলো সাহিত্য সংঘ"র প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরমাপ্রসাদ মিত্র, এবং সোনারপুরের শ্রীহরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য আমাকে নানা প্রকারে সাহায্য করায় আমি বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছি। এতদ্ভিন্ন "শ্রীগোপাল পেপার মিল্‌স্‌"-এর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার সিংহ'র, এবং শ্রীসুভাষচন্দ্র গুহ'র সাহায্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রচ্ছদপটের ছবিখানি শ্রীরমাপ্রসাদ মিত্র কর্ত্তৃক পরিকল্পিত; আঁকিয়াছেন খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রকাশক

ভূমিকা

এই বইয়ের ভূমিকা লেখার দায়িত্ব ছিল যাঁ'র সেই কবি অজয়কুমার আজ আমাদের ধরা-ছোঁওয়ার বহু উর্দ্ধে, সুদূর পরপারে। বইয়ের ভূমিকা বলে' নয়, সেই প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে তাঁর সম্বন্ধে, প্রকাশকের অনুরোধে, আমি সামান্য আলোচনা করব।

গীতিকার অজয় ভট্টাচার্যের নাম জানেন না বাঙলাদেশে এমন লোক আজ খুব অল্পই আছেন। পরম্পরার দিক থেকে নজরুল ও দিলীপকুমারের পর অজয়কুমারকে গীতিকবি হিসেবে আমরা দেখতে পাই। গজল ও লক্ষ্ণৌঠুংরী প্লাবিত ১৯৩১ সালের বাঙলাদেশ নবাগত এই কবির রচনায় মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রবীন্দ্র-পরবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ গীতি কবির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল তাঁ'কে। সেদিন অজয়কুমারের কবিত্ব মধুর রচনা সুরসাগর হিমাংশু দত্তের সুর নৈপুণ্যে এবং কুমার শচীনদেব বর্মনের কণ্ঠ-লালিত্যে যে অপূর্ব্ব সঙ্গীতের সৃষ্টি করেছিল তা সঙ্গীত-রসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। "রবীন্দ্র-সঙ্গীত" ভিন্ন "আধুনিক বাঙলা গান" নামে যে কাব্য-সঙ্গীতের ধারা আজ বাঙলার আকাশ বাতাসকে মণ্ডিত করে তুলেছে তা'র প্রকৃত স্রষ্টা এই প্রতিভাশালী কবি অজয়কুমার। তাঁর গান অভিজাত-ড্রয়িংরুম থেকে সুরু করে খেয়াঘাটের মাঝির নিকট পর্য্যন্ত আজ সমভাবে পরিচিত ও সমাদৃত।

ছায়াচিত্রের গানে সাধারণের চাহিদা মেটানোই কবির লক্ষ্য ছিল বটে, কিন্তু তা'তেও অপরূপ কাব্যপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তিনি,—প্রমাণস্বরূপ "দুঃখে যা'দের জীবন গড়া," "শেষ হলো তো'র অভিযান," "ওরে সাবধানী পথিক," "আবার যে রে রং ফিরেছে ধূলার ধরণীতে" ইত্যাদি অসংখ্য জনপ্রিয় গান। গানে রূপকথার আমদানী সর্ব্বপ্রথম করেন অজয়কুমার, যেমন "রাজার কুমার পক্ষীরাজে" বা "রূপকথারি রাজা এসে তুলে নিল পারুল ফুল" প্রভৃতি গানে। রোমান্টিক্ আবহাওয়া বর্জিত অভিনব আঙ্গিক নিয়ে সাম্প্রতিক গানগুলি রচনা করেছিলেন তিনি। গণ-মনের জন্য নতুন আশার নতুন আকাঙ্ক্ষার গানও তিনি রচনা করেছিলেন, যেমন "সৈনিক তুমি দুর্জয় বীর," "বন্দর ছাড়ো যাত্রীরা সবে", অথবা "নূতন উষার সৈনিক তুমি" প্রভৃতি গানগুলি। গ্রামোফোনে, রেডিয়োতে, সিনেমায় তাঁ'র

বিচিত্র বহু গান ছড়িয়ে আছে ; সবশুদ্ধ তিনি প্রায় দু'হাজার গান রচনা করেছেন।

অনেকদিন ধ'রেই নানাভাবে চিত্র-জগতের সঙ্গে জড়িত ছিলেন অজয়কুমার। সবাক-চিত্রের জন্য গল্প বা সংলাপ যোজনায় তাঁর সাফল্য ছিল অপূর্ব্ব,—প্রামাণ্যরূপে "অধিকার", শাপমুক্তি", "নিমাই-সন্ন্যাস," "মহাকবি কালিদাস", "মায়ের প্রাণ" নামক ছবিগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চিত্র পরিচালনায় সাম্প্রতিক হ'লেও কবি পরিচালিত "অশোক" এবং বিশেষ করে' তাঁ'র "ছদ্মবেশী" যে রসধারার অনবদ্য অবদান রসিকজন মাত্রেই তা' স্বীকার করেছেন। আর কিছুদিন জীবিত থাকলে তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ চিত্র-পরিচালক রূপে দেখা দিতেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আধুনিক কবি হিসেবেও অজয়কুমারের স্থান ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। "রাতের রূপকথা" কাব্যগ্রন্থে রোমান্টিক অজয়কুমারকে দেখতে পাই, কিন্তু পরবর্ত্তীযুগে কবির আমূল পরিবর্ত্তন দেখা যায় "ঈগল ও অন্যান্য কবিতা" কিংবা তা'রও পরে "সৈনিক ও অন্যান্য কবিতা," প্রভৃতি কবিতার বইএ। "রাতের রূপকথার" রোমান্টিক কবি ঘোর বাস্তববাদী ও কতকটা সাম্যবাদীতে রূপান্তরিত হ'ন পরবর্ত্তীকালে।

কবিতায়, গানে, চিত্রনাট্যে, গল্প ও সংলাপ রচনায়, এবং চিত্র-পরিচালক হিসেবে বাঙলার বহু প্রত্যাশা ছিল এই বিরাট প্রতিভার নিকট, কিন্তু নির্বিকার মৃত্যুর নির্ম্মম স্পর্শে সব আশা নির্মূল করে' ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মাত্র সাঁইত্রিশ বৎসরের জীবন অকালে নির্বাপিত হ'ল। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এবং যতদিন আধুনিক বাঙলা গানের ধারা জীবিত থাকবে ততদিন অজয়কুমার প্রতিমুহূর্ত্তে বেঁচে থাকবে বাঙলার বুকে ...বাঙ্গালীর অন্তরে অন্তরে।

৫এ, ডোভার লেন,
বালিগঞ্জ, কলিকাতা।
৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫২

সুখময় ভট্টাচার্য

আজো ওঠে চাঁদ

আজো ওঠে চাঁদ
আজো বনানী জাগে হেরি
ফুলেরি স্বপন
বিহগ ভোলেনি বিহগী প্রিয়া তা'র
শুধু পিয়াসী রহিল মোর নয়ন।

পথ ধারে বসি লয়ে তব হাসি
নীরবে রহি একা
মরমে লুকায় মরম বেদনা
নয়নে শুকায় জলরেখা।

ফাগুন বরষা ফিরে আসে নভে
আমার তুমি ফিরিবে কবে,
গোধূলী যায় প্রভাত আসে
উদিবে কবে মোর তপন ?

—০—

রজনীগন্ধা ঘুমাও ঘুমাও
আজি রাতে
ঘুমের দেশের গান ভেসে আসে
মধুরাতে।
মেঘের শয়ন পাতি
ঘুমায় শুক্লারাতি
মনের কথাটী মনে ডুবে যায়
বেদনাতে।
আজি ফুলবনে কেহ আসিবে না
আঁধিয়ারে
রজনীগন্ধা তুমি ফুটিয়াছ
কাঁদিবারে।
দিনের পথিক যা'রা
ফিরেছে কুটীরে তা'রা
তোমার সুরভি মিলিবে কাহার
হিয়া সাথে॥

—০—

আমার জীবন তোমার বীণা হবে
সে আশাতে এই তো ব'সে আছি
দখিন হাওয়া বইলে পরে যেন
ফুলের মত পরাণ ওঠে নাচি'।
ধূলির মাঝে এ খেলাঘর
হ'বে প্রিয় তোমার বাসর
সোনার মত হৃদয় হ'বে উজল
পরশ রতন, তাই তো তোমায় যাচি

চিরদিনের অশ্রুধারা
মিলবে প্রেমের সাগর সনে
দুঃখ সাধন ধন্য হ'বে
ফুটবে কুসুম কাঁটার বনে।
দিনের শেষে বাজলো ধ্বনি
সময় এলো সময় গনি
তোমার পায়ে এবার জীবন সঁপে
তোমার মাঝেই রইবো আমি বাঁচি'।

—০—

যদি আঁধার নেমেছে আজ
প্রদীপ নিভায়ে দাও
যদি বাঁশরী হারালো সুর
কেন তা'রে তুলে নাও।
মধুমাস মধুরাতি
আর নাহি হবে সাথী
যদি বিহগ ভাঙ্গিল নীড়
মিছে তা'রে ফিরে চাও।
যে-আঁখি ভুলেছে হাসি
কাঁদাও তাহারে আজি
ফুল যদি নাহি মিলে
কণ্টকে ভরো সাজি
ছিল দিন রংমাখা
আজ শুধু ভুলে থাকা
আজি অকূলে ডুবাও তরী
কূল যদি নাহি পাও॥

—০—

আমার দেশে যাইও সুজন
উজানী গাঙ বাইয়া
নয়ন পিদ্দিম জ্বেলে রইবো
তোমারি পথ চাইয়া।
অকালে চম্পক ফুল
সে গ্রাম আমার করো না ভুল
না-ডেকে বাজাইও বাঁশী
আমার বাড়ী যাইয়া।
গলার মালা হাতের কাঁকন
রেখেছি খুলিয়া
পরায়ে দিও গো তুমি
আমার দেশে গিয়া।
নয়ন জলে কাজল দিয়া
দিয়েছি মোর নাম লিখিয়া
ভুলো না ভুলো না বন্ধু
অপর কা'রে পাইয়া॥

—০—

রাতের আঁধার কহিছে কথা
বাদল-সুরে
ফুলের গন্ধ হারায়ে পথ
কাঁদিছে ঘুরে।
বাতায়নে মম জ্বলেনি বাতি
হিয়া মাঝে নাই হিয়ার সাথী
আকাশের মেঘ হৃদয়ে নামি'
কেবলি ঝুরে।

বিজন বেদনা কেমনে সহি
কাহারে কহি
বিরহের ভার এ-ভাঙ্গা প্রাণে
কেমনে বহি?
দূরে যায় যেবা ফিরেনা সেকি?
নয়নে দেখি না মরমে দেখি
মন বলে, প্রিয় রয়েছে পাশে
কে বলে দূরে?

—০—

আজি মোর অন্তর
হলো কেন মন্থর
বন্ধু কি ডাকিল?
পলাশের মঞ্জরী
ছেয়ে গেল পথ ভরি'
আল্পনা আঁকিল।
পলাতকা পান্থ সে
এলো ফিরে কান্ত সে
জাগো ফুল-বালা গো
মধুময় বঁধু মোর
সে যে মোর কুল-ডোর
সে যে মোর জ্বালা গো।
সাধ মম চঞ্চলে
বেঁধে রাখি অঞ্চলে
সদা জেগে থাকিলো
মায়াবী সে জানি তবু
কভু আলো ছায়া কভু
তা'রে কোথা' রাখিলো॥

—০—

বাঙলা মাগো, তোমায় আজি প্রণাম করি
অযুত বরণ মাগো আমার তোমার রূপে নয়ন ভরি।
বৈশাখে মা সন্ন্যাসিনী সে কোন্ অভিমানে তুমি ?
শ্রাবণ ধারায় পীযূষ আনো, শ্যামল কর মরুভূমি।
কখন তুমি অন্নদা মা, কখন হেরি ভয়ঙ্করী।
শরৎ আসে সাজিয়ে তোমার শাপ্‌লা-শালুক পদ্মমালা
হেমন্তে মা মুকুট পরো তাইতে হিমের হিরক-জ্বালা
নদীর চরে জমাও তুমি শঙ্খবিল হাঁসের মেলা
বটের ছায়ে ধেনু চরে, রাখাল খেলে ব্রজের খেলা।
তোমার উষা জাগায় মোরে ঘুম দিয়ে যায় বিভাবরী ॥

—০—

মোরা ধূলার পথে স্বর্গ রচি
সেই তো মোদের জয়।
মরণ মাঝে জীবন দেখি
অমর বিভাময়
আঁধার জ্বালি হৃদয় জ্বেলে
দুঃখ দলি চরণ ফেলে
জানি মোদের পরশ পেলে
গরল সুধা হয়।
কাঁটার বনে ফুল পারিজাত
জাগাই অভিনব
ধরায় মোরা দেবশিশু যে
সেই কথাটী কবো।
নয়ন নীলে বন্দী আকাশ
সীমার গানে অসীম আভাষ
বাঁধন মাঝে মুক্তি সাধন
মোদের ধ্যানে রয় ॥

—০—

(আমার) ব্যথার গানে তোমায় আমি
ছুঁয়ে গেলাম বারে বারে
কেমন ক'রে ভুলবে তা'রে।
অশ্রু আমার বাদল হয়ে
তোমায় কাঁদায় রয়ে রয়ে
আমার জ্বালা প্রদীপ হয়ে
জ্বলে তব অভিসারে।
কণ্ঠ মালার হয় নি যে ঠাঁই,
পথপাবের কুসুম আমি
সুবাস দিয়ে তোমার পায়ে
জানাই প্রণাম দিবস যামী।
শেষ হয়েছে বিফল চাওয়া
এবার শুধু এড়িয়ে যাওয়া
যে-নাম ছিল মনের মাঝে
মুছে যাবে নয়ন ধারে ॥

—০—

প্রভু বন্দী হয়েছ আমার হিয়ায়
ফুলের মালিকায় বাঁধিতে না'রি হায়
বাঁধিনু নয়ন ধারায়
বাঁশরী ধ্বনি শুনি প্রহর গুণি'
আসার আশে গেল বেলা
পথে পথে খুঁজি' নয়ন পেলনা
হৃদয়ে করিছ খেলা
একি রূপ অপরূপ ধরায় অধরা
ধেয়ানে ধরা নাহি যায়।

ওগো মধুর ওগো নিঠুর
মিলনে মিলন তুমি বিরহে সুদূর
হিয়া মাঝে আছ জানি তবু যেন ব্যথা মানি
অজানা বিরহ ভাবনায় ॥

—০—

নীল রূপ-নদী পারে
কোন্ আলো ছবি হাসে
নীলা শতদল জাগে
অমা- আঁধিয়ার নাশে।
কোন্ নীড়-ভোলা পাখী
কহে জাগো জাগো ডাকি'
আজি স্বপ্নছায়া রাখি
জাগো প্রভাতী-ফুল-বাসে।
অই হিম-মুকুট শিরে
জাগে শ্যামল তৃণ ধীরে
জাগো ব্যথার আঁখিনীরে
যেথা মুক্তি উষা আসে ;
যেথা সুদূর দিল ধরা
প্রেম মলয় দুঃখ হরা
যেথা নিরাশা আশা-ভরা
বাঁধ কুটীর তা'রি পাশে।
আজি অসীম নভোমায়া
তবু তনুতে ধরে কায়া
হের আলোতে মিশে ছায়া
আজি মরণে জীবন ভাসে ॥

—০—

নূতনের স্বপন দেখি বারে বারে
যে এলো ছড়িয়ে আশা ভালোবাসা
তোরা কি চিনিস্ তা'রে।
দুলিছে ফুলের নিশান দিকে দিকে
আঁধারে চাঁদের লেখা কে দেয় লিখে
উজল আকাশ চিনতে নারে আপনারে ;
যে-বাঁধন ছিল ঘিরে
সে কি আজ গেল ছিঁড়ে
খাঁচার পাখী খাঁচা ভেঙ্গে
অসীমকে ওই পেল ফিরে।
নিজেরে ধূলি করে' বিলাই সুখে
সকলের চরণ-চিহ্ন ধরি বুকে
আনন্দ আজ দিল ধরা
ব্যথার অশ্রু-নদী পারে ॥

—০—

বাঁশী তুই বাজা রাখাল
তেম্‌নি ক'রে ;
বাঁশীতে আগুন জ্বলে
বাদল ঝরে।
যে-সুর কাঁপে লতায় পাতায়
ঝিলিমিলি ঢেউএর মাথায়
সুরের জালে সে-সুরখানি
আনরে ধ'রে।
সাজা তুই ফুলের আসন তরু-তলে
ভুলে যেন তোরেই ডাকি
বৃন্দাবনের কানু ব'লে।

নাই যদি পাই রাইকিশোরী
রাজকন্যা আন্‌বো ধরি'
(ও তুই) রাজা হ'বি—
দেশছাড়া এই দেশান্তরে ॥

—০—

সোনার হরিণ আয়রে আয়
ওরে আমার চির-চাওয়া স্বপন-হাওয়া
আয়রে আয়।
সোনার হরিণ আয়রে আয়।
কবে সে কোন্ শুক্লারাতে
ছিলি আমার নয়ন পাতে
ছিলি মিশে হিয়ার সাথে
সে বুঝি মোর আর জনমে হায়!
দেখেছি যে মায়ামৃগ সে কি শুধু মায়া
সে কি আমার আপন মনের ছায়া?
যে-পথে ঐ প্রভাত আসে সে-পথে সে চলে
গোধূলিতে যায় মিলিয়ে অস্তাচলের তলে।
কইতে চাহে, কয়না কিছু
চায়না পিছু সামনে শুধু চলে।
কে বলে সে মরীচিকা মনভুলান ছল্
কোটী রবির মুকুট যে তার করে ঝলমল্
চোখের নীলে সপ্ত সাগর করে' টলমল।
আলোর শিশু সোনার হরিণ
বাজিয়ে চলে আলোরি বীণ্, নয় সে মায়ার ছল।
সব হারিয়ে তারেই পাবো স্বর্গ সুধার ফল ॥

—০—

ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজে
চাঁদ নাচে তারা নাচে
পাহাড়িয়া ঝরণা বুঝি ঐ নূপুরে বাঁধা আছে।
যদি হারিয়ে যাওয়ার লগন এলো
হারিয়ে যাব ঝড়ের দিনে ফুলের মত
যদি ফোটার সময় আসে আবার
মোরাই হ'ব নূতন বকুল শত শত।
যে-পথ চলে চলার পানে ফিরার দিকে নয়
তা'রি সাথে মিতালি আজ মোদের যেন হয়।
সাগর পারের পাখী যখন নিরুদ্দেশে যায়
সোনার খাঁচা ডাকলে তারে সে না ফিরে চায়;
মাটির গড়া এ ধরণী যেথায় হবে শেষ
সেথায় বুঝি আছে আমার স্বপ্নে-পাওয়া দেশ
সে-দেশ লাগি' তোমার আমার চির পথিক বেশ ॥

—০—

তারে আজ দিসনে ব্যথা
ভুল ক'রে।
যা'রে তুই ভাবিস কাঁটা
তারি মাঝে ফুল ধরে।
বাইরে রাতি কালোয় কালো
দেখ্‌রে চেয়ে তারি বুকে
জেগে রহে তারার আলো।
মরণ যারে গেল ডাকি'
সে কেন আজ দিবে ফাঁকি
তা'রে তুই কাঁদাস্‌নে আর
আপন থেকে যার নয়নে জল ঝরে ॥

—০—

যদি বাদল নামে
আজি তোমারি নভে
লয়ে চাঁদের আশা
একা জাগিও তবে।
পথ হয়েছে হারা
তবু হয়নি সারা
ভুলি' পথের ব্যথা
একা আজো চলিতে হবে।
যাহা রহিল পিছে
ফিরে চেওনা তা'রে
নব অলকা-পুরী
হের সুদূর পারে!
তব কণ্ঠ আজি
যদি না ওঠে বাজি'
শেষ মিলন গীতি
তুমি গেও নীরবে॥

—০—

আমি নইগো তোমার
নই কাহারো
আমার নাই কোন দেশ
কাঞ্চি কি বা উজ্জয়িনী।
আমি পথ-হারানো পথের মানুষ
দেশছাড়া এক বিদেশিনী।
একূল ডাকে আয়রে আয়
ওকূল আমায় এখনো চায়

আমি দু'কূল ছেড়ে কুল হারা গো
কেবল চলি নির্ঝরিণী।
আমি ভ্রমর যার লাগি' রে
সে-ফুল আমি নাইবা চিনি
ফোটে জানি ধূলার বুকে
কি ছার কাঞ্চি উজ্জয়িনী।
আমার পথে নয়ন মেলে
যে আছে রে প্রদীপ জ্বেলে
প্রবালপুরীর রাজকন্যা
নয় সে আমার গরবিণী॥

—০—

যদি মনে পড়ে সেদিনের কথা
আমারে ভুলিও প্রিয়
নয়ন সলিলে স্মৃতির কাজল
মুছিয়া নিও গো প্রিয়।
মোর দেওয়া মালা হেরি'
যদি ব্যথা আসে ঘেরি'
রাতুল চরণে সে-মালা দলিও
কিছু না কহিব প্রিয়।
পরাণ-মুকুর 'পরে
মোর ছায়া যদি পড়ে
আর কোনও ছবি হৃদয়ে আঁকিয়া
তারি ধ্যানে থেকো প্রিয়॥

—০—

চোখের জলে কাজল গুলি'
লেখিনু লিপিখানি
অজানা দেশে কোথায় প্রিয়
আমি ত' নাহি জানি।
জোছনা ঘেরা ছিল যে নিশি
পরাণ দু'টী আছিল মিশি'
মিলন-রাখি কে দিল খুলে
নিদয় ব্যথা হানি'।
পবনে কহি প্রলাপ কথা
তুমি যে বঁধু নাই
জীবন-হারা জীবন মম
বাঁচিয়া মরি তাই।
এমনি যদি ভাঙ্গিবে খেলা
জমিল কেন প্রাণের মেলা
কে আজি মোর ডুবালো তরী
সুখ-সায়রে আনি'॥

—০—

কোন্ বনের ছায়ে
কোন্ সুখের নীড়ে
মোর পরাণ-পাখী
শুধু গাহিত ধীরে।
ছিল চাঁদের মায়া
এলো মেঘের ছায়া
একি ঝড়ের হাওয়া
মোর কানন ঘিরে।

ছিল কত যে আশা
আজি দুখ-নিরাশা ;
ছিল গানের বাণী
আজি নাহি সে ভাষা।
কোথা জীবন সাথী,
এ যে মরণ রাতি
আজি দুখের লিপি
লেখি নয়ন-নীরে॥

—০—

তোমার চরণে দিনু
কতদিন কত ফুল
কিছু কি র'বে না তা'র,
সে কি শুধু মিছে, ভুল।

প্রভাতের গান গাওয়া
নীশিথে নীরবে চাওয়া
ক্ষণে পাই ক্ষণে নাই
বেদনা সে নিরাকুল।

একটু সুবাস আসে,
লাগে দোলা হিয়া তলে
মিছে এই আশা ওরে
গোধূলির পাখী ব'লে।

আঁধারের পারাবার
কেমনে হইব পার,
আমার তরণী কবে
লভিবে তোমার কূল ?

—০—

তুমি যা'রে চাও
সে তো আমি নই
তুমি চলো যবে দীপালি সাজায়ে
রাতি মোর জ্বলে কই ?
আজো নয় প্রিয় আজো নয়
তোমার মতন ক'রে নিও মোরে
আর জনমেতে যদি হয়।

মাধবীর বনে আমি কেয়া কাঁটা
তাই আজো দূরে রই।
এ জনমে বাঁশী কেঁদে গেল শুধু
সুরের তিয়াসা লয়ে
এ পারের ব্যথা ফুটিবে বুঝিবা
ওপারের ফুল হয়ে।
আজো নয় প্রিয় আজো নয়
জানি কোন দিন জয়ী হবে মোর
আজিকার শত পরাজয়।
সে-দিন যেন গো আমারে হারায়ে
তুমি হয়ে আমি রই।

—০—

তোমায় ঘিরে রবে আমার গভীর ভালোবাসা
রবে আমার এ জীবনের বিফল কান্না হাসা।
পূর্ণিমা চাঁদ উঠ্‌বে যখন
উদাস হবে ফুলেরি বন
হৃদয় মাঝে জাগবে তখন তোমায় পাবার আশা।
কত যে গান হলো গাওয়া
বইলো চোখে ধারা
তোমায় চেয়ে পথ চলিতে
পথ হয়েছে সারা।
ঘুচবে এবার আঁধার কালো
হঠাৎ বুঝি ফুট্‌বে আলো
জীবন সম আসবে তুমি মরণ-দুঃখ নাশা॥

—০—

উর্ম্মিলা তুমি অলখে রয়েছ একফোঁটা আঁখিজল
তুমি চিরদিন বেদনা-ফল্গু-অন্তরে ছলছল্।
আমরা কেঁদেছি জানকীর দুখে
তা'র ব্যথা আছে আমাদের বুকে,
কখন ফুটিলে কখন ঝরিলে তুমি ম্লান শতদল
গোপনে জ্বলিয়া নিভে গেলে কবে মনিদীপ উজ্জ্বল।
আদি ঋষি কবি স্নেহ পরিমল সীতারে দিয়েছে সবি
সীতা নামে জ্বলে ভারততীর্থে হোমের অমিত হবি,
রামের ঘরণী জনম দুখিনী
কবি করুণায় মোরা তা'রে চিনি
অবহেলি তায় অন্ধকারায় তুমি সকরুণ ছবি
রত্নাকর সে গড়েন উর্ম্মিলা সীতা বাল্মিকী কবি।
প্রেমের যোগিনী সীতা যায় বনে, ত্রিলোক কাঁদিয়া মরে
তবু কাছে থাকা মধুনামে ডাকা স্বপন প্রাসাদ গড়ে;
হায় উর্ম্মিলা তোমার প্রাসাদ
বয়ে' এনেছিল বনের বিষাদ,
সীতা-বনবাস নহে বনবাস তব বনবাস ঘরে
ক্রৌঞ্চের শোকে যে কবি কাঁদিল কাঁদিল না তব তরে॥

—০—

আমার এই আঁধার টুটে তোমার আলো ফুট্‌বে কবে
শুনিতে একটী কথা হারিয়ে কথা রই নীরবে।
ভরে মোর কাঁটার কানন
জাগিবে ফুলের স্বপন
হৃদয়ের ঊষর মরু অতল প্রেমের সাগর হ'বে।

ভুলিয়া পথের দিশা পথ খুঁজে মোর গেল বেলা
কেন হায় দূরের আশায় আপন জনায় দিনু হেলা,
সে-ভুলের বাঁধন ছিঁড়ে
আসিনু ঘরেই ফিরে
আজিকে আপন মাঝেই নিখিল ভুবন দেখাও তবে ॥

—০—

চলিতে পথে একা
তোমার সাথে দেখা
তখন ছিল শশী গগনে।
হাতের রাখিখানি
বাঁধিনু প্রাণে আনি'
কি জানি কোন্ মধু লগনে।
সে-কথা ফুলদলে
আজিও ছলছলে
শুধু যে তুমি গেলে ভুলিয়া ;
হিয়াতে নিলে যা'রে
বিদায় দিলে তা'রে
আপনি দ্বার তব খুলিয়া।
এত যে আকুলতা
নীরবে বলা কথা
কিছু কি রহিল না স্মরণে !
সে কিরে শুধু মায়া
তুমি কি শুধু ছায়া
ভুলায়ে গেলে মিছে স্বপনে ॥

—০—

আর কিছু নয় দিও শুধু গান
হৃদয় ভরিয়া
তা'র সাথে দিও ঐ আঁখিজল
জুড়াইতে হিয়া ;
আজি বেলা শেষে ধূলি হ'তে তুলি'
নিব না আঁচলে ম্লান ফুলগুলি
কাঁদিব না আর মাধবী প্রাতের
স্মৃতিটুকু নিয়া।
যা' কিছু পেয়েছি সে তো ছোট নয়,
চিরদিন র'বে,
শত ব্যথা মাঝে ক্ষণেকের হাসি
দিয়েছিলে কবে ;
চিরদিন র'বে।
ছায়া মাঝে সেই আলোকণাগুলি
আজো ভেসে ওঠে অকারণে দুলি',
আমার জীবন আমার মরণ
রহে আলোকিয়া ॥

—০—

ফুলেরা কান পেতে রয়
আকাশ পারে
যেন কোন নীরব বাণী
শোনে বারে বারে।
তা'রা যে কয়না কিছু লুকাতে চায়
কি আশা পায়না ভাষা না জানি হায়
তবু যে পুলক তা'দের সুবাস হ'য়ে ফিরে চারিধারে।

ফুলেরা কোন্ ইসারা পায়রে
প্রভাত বেলা
আপন মনে তাই যে খেলে
জীবন ভরা খেলা ;
না আসা কাহার আসার পথে চাহি'
রহে ফুল শিশির ধারায় অবগাহি।
বুঝি বা মালা হ'য়ে বাঁধিতে চায়
অজানারে ॥

—০—

যখন আমার সময় ছিল
দিয়েছিলাম গানের মালা
শূন্য আজি ফুলের শাখা
কী দিয়ে আর সাজাই ডালা।
কেউ ত' আমার ছিল না পর
বিশ্ব ছিল খেলারি ঘর
সবার সাথে মিশে ছিলাম,
এবার আমার বিদায়-পালা।
আমার হিয়া ধরেছিল
কত জনের মনের ব্যথা
এবার আমি বিদায় নিলাম,
যা' কিছু মোর রইল হেথা।
হয় ত' আমায় ভুল্‌বে সবাই
তাই ব'লে আজ দুঃখ যে নাই,
আমি জানি আমার জ্বালায়
সবার ঘরে প্রদীপ জ্বালা ॥

—০—

তোমার চরণে আনি
প্রতিদিন শতদল
সুবাস পেয়েছ তা'র
দেখ নাই আঁখিজল।
শুনেছ গানের বাণী
দেখনি হৃদয়খানি
তব দেওয়া কত ব্যথা
সেথা করে ছলছল্।
তোমার দেউলে নিতি
আমার প্রদীপ জ্বলে
দেখেছ কি ছায়া মোর
কাঁপে তা'র শিখা তলে ?
আমার জীবন তীরে
সন্ধ্যা আসিছে ঘিরে,
তোমারে দিয়েছি উষা
অনুরাগে ঝলমল্ ॥

—০—

(০)

কত অভিমান ছিল মনে
দূরে সরে' যেতে ভুল করে পথ
তবু দেখা হ'ল তব সনে।
তুলিয়া কুসুম ফেলেছি ধূলায়
কি জানি কেমনে এলো তব পায়
দেখিব না ব'লে ফিরাই নয়ন
জল কেন নামে অকারণে।

তোমার পরাণে ব্যথা দিতে প্রিয়
কত করি আমি আয়োজন
তোমারে কাঁদাতে পারি নাই বলে'
আজো কেঁদে মরি ক্ষণেক্ষণ ;
তোমার প্রতিমা ভেঙ্গেছি ত' কবে
প্রেম হয়ে কিগো তবু তুমি রবে,
মোর দেওয়া কাঁটা দিলে তুমি ফিরে
ফুল হার করি' পরশনে ॥

—০—

একদিন যবে গেয়েছিল পাখী
ছায়া-ঘেরা নদী তীরে
সেদিন তোমায় বলেছিনু হায়
আবার আসিও ফিরে।
ডাকিও আবার সেই মমতায়
তেমনি পুলকে তেমনি ব্যথায়
সে-মিনতি মোর কিছু কিগো নয়,
ভুলেছ সকলি কি রে ?
আমারে ছাড়িতে কি জানি কেন গো
তুমিও তো কেঁদেছিলে,
আমি যেন হায় না ভুলি তোমায়
তুমিও তো সেধেছিলে।
আজ কেন তবে বিরহের ভার
পাষান সমান রহিল আমার,
আর কত দিন বুঝায়ে রাখিব
পথ-চাওয়া আঁখিটীরে ॥

—০—

আমার সব-হারানো জীবন এবার
পূর্ণ হবে তোমার দানে
দেখ্‌বো আমার ভাঙ্গা বীণা
কেমন করে জাগাও গানে।
ফাল্গুনে-ও শাখাতে যার
আসে নি হায় ফুলের জোয়ার
তা'রই ফুলের বাঁশী
বাজবে কেন কেবা জানে।
খেলার মাঝে বিদায় নিয়ে
গেল যখন খেলার সাথী
তুমিই তখন নিয়ে এলে
পরম খেলার পরম রাতি।
আসা যাওয়ার পথের মাঝে
চরণ তব নাহি বাজে
হৃদয় মাঝেই শুন্‌বো ধ্বনি
চলার পথের অবসানে ॥

—০—

কে যেন তোমারে চাহে
জ্বালায়ে আপন হিয়া
অজানা হে চল তুমি
অদেখার পথ দিয়া।
কত তারা অনিমিখে
তোমার লিপিকা লিখে
হারায় সে ছায়া পথে
বিফল বিরহ নিয়া।

তুমি কি ছলনা শুধু
শুধু কি মনেরি ভুল,
কে দিল এ গান তবে
কে জাগালো ব্যথাফুল ;
আরো কি বেদনা বাকি
সাধ দেওয়া হ'ল নাকি
দুখের শ্রাবন ধারা
শুকালো যে বরষিয়া ॥

—০—

ছিল আশা ফাগুনে ফুটিলে ফুল
তুমি ত' আসিবে ফিরে।
কত ফাগুন আইল গেল বন্ধুরে
পাখী না ফিরিল নীড়ে।
শ্রাবণে ঝরিল বাদল
কাঁদিল পরাণ পাগল
সকল আশা ভাসিয়া গেলরে মোর
অবুঝ নয়ন নীরে।
দিবসে বসিয়া থাকি
তোমার ফিরার পথপাশে
নিশীথে জাগিয়া রহি
তোমার মালার সুবাসে।
কত যে প্রহর গেল
মালা ত' শুকায়ে এলো,
(বুঝি) আমার জীবন-পিদিম্ নিভে
কালিয়া আঁধার ঘিরে ॥

—০—

বাঙলা সবাক-চিত্রে কবি অজয় ভট্টাচার্যের দান

১। নিম্নলিখিত সবাক-চিত্রগুলিতে কবি অজয় ভট্টাচার্য রচিত গান গীত হইয়াছে :—

অধিকার, অপরাধ, অভিজ্ঞান, অভিনেত্রী, অশোক, আলো ছায়া, উত্তরায়ণ, এপার ওপার, গ্রহের ফের, গৃহদাহ, ছদ্মবেশী, জীবন-মরণ, ডাক্তার, দেশের মাটী, নর্ত্তকী, নিমাই সন্ন্যাস, পথিক, পরাজয়, পরিণীতা, পাষাণ-দেবতা, বড়দিদি, মহাকবি কালিদাস, মায়ের প্রাণ, মুক্তি, মুক্তিস্নান, রজত-জয়ন্তী, রাজকুমারের নির্ব্বাসন, রাজগী, রাজ-নর্ত্তকী, শাপমুক্তি, সাথী, সাপুড়ে···এবং আরও অনেকগুলি।

২। নিম্নলিখিত সবাক-চিত্রগুলির কাহিনী বা সংলাপ কবি অজয় ভট্টাচার্য কর্ত্তৃক লিখিত :—

অধিকার, মহাকবি কালিদাস, মায়ের প্রাণ, শাপমুক্তি।

৩। নিম্নলিখিত সবাক-চিত্র দুইটী কবি অজয় ভট্টাচার্য কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াছে :—

অশোক, ছদ্মবেশী।

—০—

কবি অজয় ভট্টাচার্য ব'লে গেছেন—

"সুরস্রষ্টার যদি কৃতিত্ব থাকে, সুর যন্ত্রের যিনি স্রষ্টা তাঁ'র কৃতিত্বও কম নয়। মেলডির নৈপুণ্য এ বিষয়ে অসাধারণ। যশস্বী এঁরা হয়েছেন অনেক আগেই। যশের বৃদ্ধিই আজ কামনা করি।"

অজয় ভট্টাচার্য
(৯. ৬. '৪০)

দি মেলডি

৮২এ, রাসবিহারী এভিনিউ, বালীগঞ্জ, কলিকাতা
(ফোন : সাউথ ২৪৭৪)

—০—

মোর কাননে ফুল ঝরেছে
ফুট্‌বে বলে' কোন্ সে বনে ?
এ আকাশে চাঁদ ডুবেছে
উঠ্‌বে আবার কোন্ গগনে ?
আমার রাতির শিখা ল'য়ে
কা'র সে প্রদীপ জ্বল্‌বে এবার
আমার খাঁচার পাখীটী আজ
কা'রে ডাকে আপন মনে ?
আমি যখন নীরব হলেম
কণ্ঠ কাহার বাজে তখন
বসন্ত মোর বিদায় নিল
এলো কাহার চৈতী লগন ?
মোর বিরহ ঘনিয়ে আনে
কা'র পরাণে মিলন আশা
আমার শত পরাজয়ে
জয়ের বিভা কা'র নয়নে ?

—০—

তুমি কি আছ মিশে মাধবী জ্যোছনায়
কাঁদাতে মোরে হায় রয়েছ বরিষায় ;
আছ কি গানে মোর পা'ব কি প্রাণে মোর
মিলন তিয়াসায় বিরহ বেদনায় ?
দখিনা বায়ু সনে তুমি কি খেল বনে
তোমারি আলো কি গো ফুলের সুষমায়।
যে-নামে ডেকেছিলে যে-নাম রেখে গেলে
তারার লিপিকায়

আজিও পড়ে মনে মিলন মধুক্ষণে
যে-কথা শুনিবারে সেধেছ বারে বারে
বলিনি কেন হায় !
যে-ব্যথা নিয়ে গেলে দেখিতে ফিরে এলে
সে-ব্যথা শত হয়ে আমারে দহে যায় ;
যে-মালা চেয়েছিলে রাখিবে শিরে ব'লে
আজিকে ফিরে এলে সে-মালা দিব পায় ॥

—০—

সবার আঁখি চাহে যা'রে
ওরে মন, তোর আঁখি তো চাইলো নারে
সেই জনারে।
পায়না যা'রে সবাই পূজি'
সে যে এলো তোরে খুঁজি'
ওরে তুই, মায়ার ঘরে বন্ধ থেকে
ফিরাস তা'রে।
ভুল যে তোরে ভোলায় নিতি
সে-ভুল এবার ভুলতে হবে
কাঁটা ল'য়ে ভাবিস কমল
মিছে স্বপন ভাঙবে কবে ?
আলেয়ারে পিছন রেখে
চল্‌বি ধ্রুবতারা দেখে,
চোখের জলে আন্‌ ফিরায়ে
ফিরে-যাওয়া দেবতারে ॥

—০—

বন্ধু তুমি যে নিলাজ অতি
তোমার চরণে যে মরেছে সখা
তাহে নাই কেন তোমার মতি।
বল বল শ্যাম,
কাহার কুঞ্জে যামীনি যাপিয়া
কালো মুখে এলে চিকন কালা
রাধা নামে বাঁশী কা'র নামে বাজে
কে দিয়েছে গলে মতির মালা।
বনফুল বুঝি লাগে না ভাল
বৃন্দাবনের বনের ফুল লাগে না ভাল
শ্রীরাধিকার মনের ফুল
কোন্‌ পরাণে দিলে ফেলে।
সখা, কি আর কহিব হায়
বৃষভানুবালা সহজে সরলা
কেন যে তোমারে চায় ?
আশা-তরুশাখে কুসুম জাগায়ে
সে-ডাল কাটিলে কেন ?
বাঁকা শশী হয়ে সুধা নাহি দিলে
দিয়েছ গরল হেন॥

—০—

সখি, চলি আমি অভিসারে
বিনায়ে বিনায়ে দেলো বেণী বেঁধে
সাজায়ে দে আজ গজমোতী হারে।
আমি রাজার ঝিয়ারী নহি ত ভিখারী
যোগীনির বেশ কেন ধরি আর
সে যদি হইল রাখালের রাজা
হবো রাজরাণী সমান তাহার।
আমি ভিখারীর মত চাহিনা কিছু
সে যদি কমল আমি মধু তা'র
কি সে ছোট ?
দুখিণী বলে' করবে দয়া
কে চায় দয়া ?
নয়নের জল নিয়েছি মুছিয়া
কাজল আঁকিয়া দেলো,
চির চপলেরে সরল ভাবিয়া
বিফলে সময় গেল।
এ-ভুল আমার হবে না আর
মরনেরে আমি জীবন ভেবেছি
এ ভুল আমার হবে না আর
নিঠুরের সনে নিঠুর হইব,
এবার কাঁদিবে সে,
একদিন আমি সেধেছি চরণে,
এবার সাধিবে সে।

—০—

ঐ পাহাড়ের ওপারেতে
মেঘের সাগর আছে
রামধনু-রং আঁচল উড়ে
মায়ার পরী নাচে।
সেই দেশেরি পাগল হাওয়ায়
আমার চোখে জল ঝ'রে যায়
মন চলেরে স্বপ্ন-ভেলায়
নীলপরীদের কাছে।
তা'দের চোখের চাউনি যে রে
বিজলী হয়ে ফোটে
আচম্‌কা এক বাতাস ব'য়ে
অঙ্গ-সুবাস লুটে।
তা'দের ঘিরে ঝর্ণা-নদী
ঘুঙুর বাজায় নিরবধি
ভয় জাগে মোর সেথায় গেলে
যাই হারিয়ে পাছে॥

—০—

গহীন ছিল নিশি
চাঁদিমা ছিল নভে
তুমি কি এসেছিলে
ফুটিল ফুল যবে।
বুঝিবা কাছে এসে
সরিয়া গেলে শেষে
কহিতে কোন কথা মিলিল নাহি যদি
বিরহ কেন তবে।

ছিনু যে সারাদিন
তোমারি আশে হায়
ক্ষণেক ভুল মোর
দিলেনা ক্ষমা তায়।
এখন আঁখি তারা
জাগিয়া হলো সারা
তোমার চোখে কি গো
ঘুমের ছায়া র'বে ?

—০—

০

আমি যাই দূরে ;
আমার নয়নে গোধূলি নামিছে
কেন মোরে ডাক প্রভাতের সুরে।
যে-ফুল ঝরিছে কি হ'বে তুলিয়া
বাহিরে চাহিছ মরমে ভুলিয়া
যে-বাঁশীর গান হেলায় শোন নি
তা'রে ভাঙ্গা হেরি' কেন মরো ঝুরে ?
আজ পথ পেয়ে ভুলিয়াছি ঘর
আপন হইতে এসেছিনু যবে
তুমি মোরে হায় করেছিলে পর।
পাথেয় আমার তব অবহেলা
আর ফিরে যেতে নাহি মোর বেলা
আজ প্রিয় হায় দেখিনা তোমায়
আঁধার নিয়েছি আঁখি দু'টি পুরে॥

—০—

চলো দূরে আরো দূরে,
চলো চির-অনুপম আলোক-অলকাপুরে।
হেথা ধরণী আঁধারে ঢাকা
কুহেলী-কাজল মাখা
সেথা, রবির চরণ তলে আঁধার লুটায়ে ঝুরে।
হেথা, ফুল ঝ'রে যায় নিতি
না-বলা কি বেদনায়
সেথা কি জানি কি মায়া আছে
মরণ জীবন পায়।
করুণ বিরহ-ধারা
মিলনে হয়েছে হারা,
যে-বীণা নীরব হেথা বাজে সেথা সুমধুরে॥

—০—

কে তুমিরে বাজাও বাঁশি
পরাণ ধইরা টান
কোন্ দেশেতে বসত তোমার
কতই যাদু জান।
কোথায় আছে বন্ধু আমার
দিবেনা কি ধরা
তাহার লাইগা আমি যে গো
জীবন থাকতে মরা !
নয়ন থাকতে দোসর জনে
না দেখিতে পাও
বৃথাই তবে তাহার খোঁজে
দূর বিদেশে যাও।

আজো ওঠে চাঁদ

কাঁদতে কাঁদতে গেল নয়ন
মুছে গেল হাসি
সকল দুঃখ জানে আমার
অশ্রু-ভরা বাঁশী ;
সময় যে আর নাই গো বাকি
বন্ধু আমায় লও গো ডাকি',
সকল দেওয়া শেষ ক'রে যাই
দিয়ে বেদন-রাশি ॥

—০—

রূপের বন্ধু তোমায় দেখি
শতেক পিদিম জ্বেলে,
কাছে হেরি দূরে হেরি
মনের আঁখি মেলে।
যখন পরাণ জ্বলে দুখে
তোমারে পাই ভাঙ্গা বুকে
সব হারায়ে সব কিছু পাই
তোমায় শুধু পেলে।
মরমে পশিয়া তুমি
হইলে আমার প্রাণ
সেই সে-পরাণ আমি
তোমায় করি দান।
দু'য়ে মিলে এক হইলাম
জীবন দিয়ে জীবন পেলাম
সে-জীবন হারাবো বন্ধু
তুমি ছেড়ে গেলে ॥

—০—

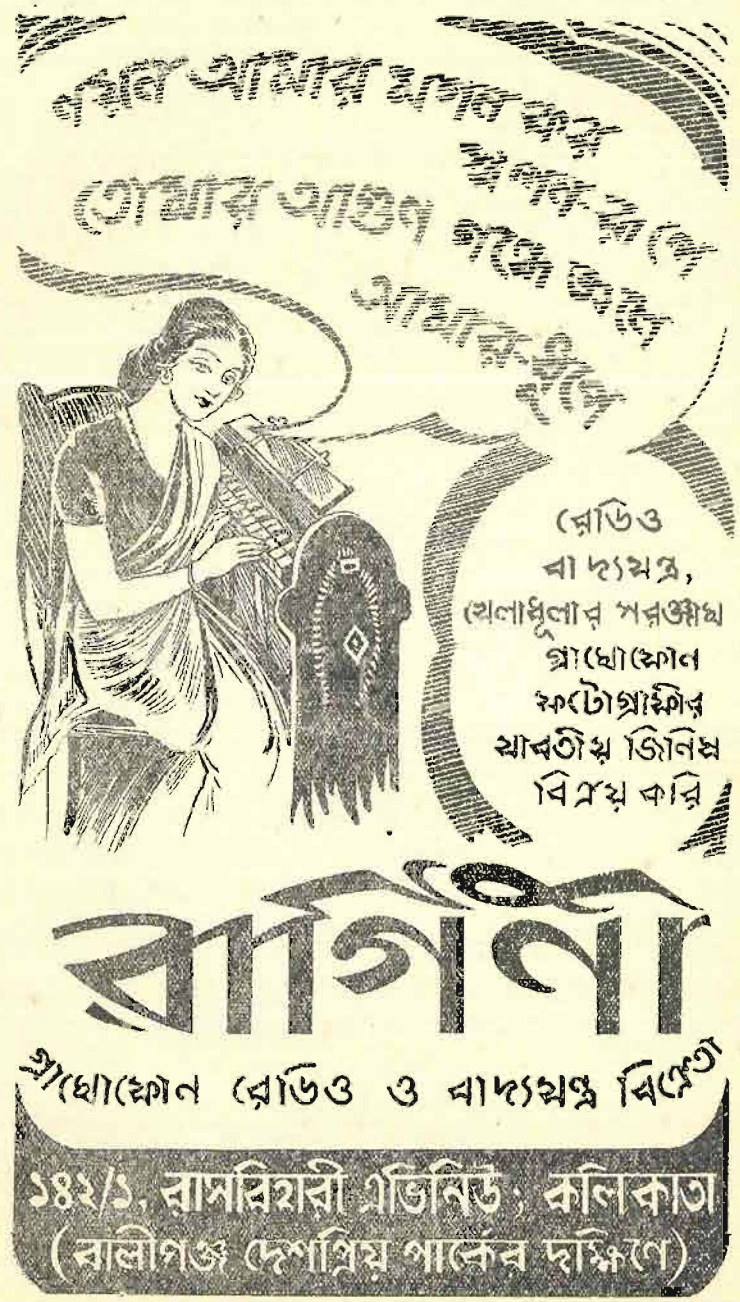

…"মাটির গড়া এ ধরণী যেথায় হ'বে শেষ,
সেথায় বুঝি আছে আমার স্বপ্নে-পাওয়া দেশ।"…

স্বপ্ন !

হাঁ, স্বপ্ন বৈকি ! ঘরে বসে দেশ বিদেশের টাট্‌কা খবর বা বক্তৃতা শোনা, নানা ভাষায় নানান দেশের গান-বাজনা শোনা, মানুষের কাছে ছিল স্বপ্ন ! কিন্তু সেই স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছে—

— রেডিও —

ভালো রেডিও ঘরে রাখা শুধু আভিজাত্য নয়,—দেশ বিদেশের সঙ্গে পরিচিত হ'বার, গানে ও ছন্দে মনকে প্রফুল্ল রাখবার শ্রেষ্ঠ উপায়,—এই রেডিও।

— দি রেডিও ভয়েস্ —

[ডিলার্স, ম্যানুফ্যাক্‌চারার্স, এ্যাণ্ড রিপেয়ারার্স অফ রেডিওস্, এ্যামপ্লিফায়ারস্, এ্যাণ্ড মডার্ণ পি. এ. সিষ্টেমস্]

৪৫, ললিত মিত্র লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

—০—

০

আজি মন্দিরে দীপ জ্বালো
আজি আঁধারের বুকে জ্বালো জ্বালো আলো।
পরাণ-দেবতা অই আসে আসে
বাজে বাঁশি তা'র পবন-নিশ্বাসে
কেন মরম-আঁধারে ধরণীরে করো কালো।
গাঁথ নাই মালা
নব-মল্লিকা ফুলে
যে-ফুল ঝরেছে
দিও দেবতারে তুলে।
সে যে চির-আলো কহিও তাহারে
কাঁদিয়াছি আমি চির-আঁধিয়ারে
ব'লো তুমি দেছ ব্যথা আমি বাসিয়াছি ভালো॥

—০—

কাহারি পরশনে
জাগিছে বন জাগিছে বন
শুধাই ও কানন
সে কিরে তোর চাওয়া সুজন।
সে কিরে তোর মৃদুল বাণী
আনিল বহিয়া ঘুম ভাঙ্গানি
কে এলো আজি হরিতে মন।
কানন কহে, তা'রে চিনিনা কভু
তাহারি পায়ে ঝরে কুসুম তবু।
আছিল যে-জন চির-সুদূর
পলকে জিনিল হৃদয়-পুর
অজানা আজি হ'লো আপন॥

—০—

সৈনিক তুমি দুর্জয় বীর
পথ চলো হুঁসিয়ার
অত্যাচারের ইস্পাতী বাজ
গড়িয়াছে আঁধিয়ার।
সৈনিক হুঁসিয়ার।
যুগে যুগে আসি' বর্গীর দল
কেড়ে নিতে চায় প্রাণের ফসল
তাদের শোণিতে রঞ্জিত করো
সঙ্গীন তলোয়ার।
সৈনিক হুঁসিয়ার।
হিমালয় আর ককেশাসে এক
মিতালীর হাওয়া বয়
বন্ধু তোমরা মাটির মানুষ
এই শুধু পরিচয়।
নহে ত' শঙ্খ সাইরেন্ ধ্বনি
জয় যাত্রায় উঠিয়াছে রণি
বিশ্বভুখার সমান দাবীতে
ভাঙ্গো যক্ষের দ্বার।
সৈনিক হুঁসিয়ার॥

—০—

আমার গান ফুরালো ফুল ঝরিল
সন্ধ্যা নদীর ছায়া তীরে
শেষ পালা আজ শেষ করে যাই
ফিরিয়ে দিয়ে বীণাটিরে।

আনমনা গো তোমার দ্বারে
আনবো না আর বারে বারে
ফুরিয়ে-যাওয়া গানখানি মোর
বাজিয়ে সুরে বাঁশিটিরে।
হৃদয়-বীণা নূতন সুরে বাজবে না আর আজি
ভরবে না আর ফুলে ফুলে দিনের শূন্য সাজি।
আঁখিতে মোর বিপুল জোয়ার
খুলে রাখি হৃদয় দুয়ার
পরশ তোমার লাগবে কভু
সন্ধ্যা যখন নামে ধীরে॥

—০—

বিরহী চির বিরহী
তোমার আঁধারে আঁধার করেছ ধরা
বাদল এনেছ বহি'।
তুমি শুধু অবসান
নীড় ভাঙ্গা তব গান
আলো জয়ী তুমি ছায়া রয়েছ গোপন
আপন আড়ালে রহি'।
তুমি চল চির একা
কোন্ সে একার লাগি'
নিদ্‌হারা জাগো তুমি
কে আছে তোমার জাগি'।
পেয়ে তব আঁখিজল
ঝরে' যায় ফুলদল
কহিলে না কিছু তুমি তবু কথা তব
কেঁদে যায় রহি' রহি'॥

—০—

মানস-লতার মূল ডুবেছে
প্রেম-সায়রের মাঝে
নানা রঙের ফুল ফোটে তাই
নিত্য সকাল সাঁঝে।
চায় কোন ফুল মাটীর পানে
কেউ বা চাহে দূর বিমানে
কেহ ঝরে অনাদরে
কেউ বা লাগে কাজে।
মানস-লতার শিরায় শিরায়
সে কোন্ রসের জোয়ার জাগে
অযুত পাতা বাড়িয়ে বাহু
কা'রে খোঁজে অনুরাগে।
পুলক তা'রে সবুজ করে
দুখের ঘায়ে লুটিয়ে পড়ে
প্রেমেই শুধু বাঁচে সে যে
প্রেমেই মরে লাজে॥

—০—

গানে গানে দিনগুলি মোর
রঙীন করে' যাই
কিছু তাহার রইবে কিনা
সে ভাবনা নাই।
ধূলির পথে চলার বেলা
কা'র সাথে মোর হ'লো খেলা
এড়িয়ে গেল কেবা মোরে
কি কাজ ভেবে তাই।

কখন ভুলে হেসেছিলাম
কেঁদেছিলাম ভুলে
কখন মালা পরেছিনু
কখন দিলাম খুলে।
সে দু'দিনের কান্না হাসি
কোথায় কবে গেল ভাসি'
আমার বাঁশী ভুল্‌বে তাহা
সেই তো আমি চাই॥

—০—

যে-মুকুল দিন-শেষে পথ-পাশে ঝরে' যায়
কে নিবে তাহারে তুলে কাজল-অলকে হায়?
উষার উদয়-রাগে
মলিন তারকা জাগে
মিলন-উজল আঁখি তা'র পানে নাহি চায়।
যে-বীণা তুলেছে শুধু
মিলন-মধুর তান
তা'র সুরে ধ্বনিবে না
আমার বাদল গান।
যে-ব্যথা দিয়েছ সুখে
মণি-হার হলো বুকে
তোমারে ভুলিতে পারি, ভুলিবো না তায়॥

—০—

শেষ

সূচীপত্র

গান নং	গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি	পৃষ্ঠা
১।	আজো ওঠে চাঁদ	১
২।	রজনীগন্ধা ঘুমাও ঘুমাও	২
৩।	আমার জীবন তোমার বীণা হবে	২—৩
৪।	যদি আঁধার নেমেছে আজ	৩
৫।	আমার দেশে যাইও সুজন	৪
৬।	রাতের আঁধার কহিছে কথা	৪—৫
৭।	আজি মোর অন্তর	৫
৮।	বাঙলা মাগো, তোমায়…প্রণাম করি	৬
৯।	মোরা ধূলার পথে স্বর্গ রচি	৬
১০।	আমার ব্যথার গানে তোমায় আমি	৭
১১।	প্রভু, বন্দী হয়েছ আমার হিয়ায়	৭—৮
১২।	নীল রূপ-নদী পারে	৮
১৩।	নূতনের স্বপন দেখি বারে বারে	৯
১৪।	বাঁশী তুই বাজা রাখাল	৯—১০
১৫।	সোনার হরিণ আয়রে আয়	১০
১৬।	ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজে	১১
১৭।	তারে আজ দিস্‌নে ব্যথা	১১
১৮।	যদি বাদল নামে	১২
১৯।	আমি নইগো তোমার	১২—১৩
২০।	যদি মনে পড়ে সেদিনের কথা	১৩

২১।	চোখের জলে কাজল গুলি'	১৪
২২।	কোন্ বনের ছায়ে	১৪
২৩।	তোমার চরণে দিনু	১৫
২৪।	তুমি যারে চাও সে ত আমি নই	১৫—১৬
২৫।	তোমায় ঘিরে রবে…ভালোবাসা	১৬
২৬।	উর্ম্মিলা তুমি অলখে রয়েছ	১৭
২৭।	আমার এই আঁধার টুটে	১৭—১৮
২৮।	চলিতে পথে একা	১৮
২৯।	আর কিছু নয় দিও শুধু গান	১৯
৩০।	ফুলেরা কান পেতে রয়	১৯—২০
৩১।	যখন আমার সময় ছিল	২০
৩২।	তোমার চরণে আনি…শতদল	২১
৩৩।	কত অভিমান ছিল মনে	২১—২২
৩৪।	একদিন যবে গেয়েছিল পাখী	২২
৩৫।	আমার সব-হারানো জীবন এবার	২৩
৩৬।	কে যেন তোমারে চাহে	২৩—২৪
৩৭।	ছিল আশা ফাগুনে ফুটিলে ফুল	২৪
৩৮।	মোর কাননে ফুল ঝরেছে	২৫
৩৯।	তুমি কি আছ মিশে…জ্যোছনায়	২৫—২৬
৪০।	সবার আঁখি চাহে যারে	২৬
৪১।	বন্ধু তুমি যে নিলাজ অতি	২৭
৪২।	সখি, চলি আমি অভিসারে	২৮
৪৩।	ঐ পাহাড়ের ওপারেতে	২৯
৪৪।	গহীন ছিল নিশি	২৯—৩০
৪৫।	আমি যাই দূরে	৩০
৪৬।	চলো দূরে আরো দূরে	৩১
৪৭।	কে তুমিরে বাজাও বাঁশি	৩১—৩২
৪৮।	রূপের বন্ধু তোমায় দেখি	৩২
৪৯।	আজি মন্দিরে দীপ জ্বালো	৩৩
৫০।	কাহারি পরশনে জাগিছে বন	৩৩

৫১। সৈনিক তুমি দুর্জয় বীর ৩৪
৫২। আমার গান ফুরালো ফুল ঝরিল ... ৩৪—৩৫
৫৩। বিরহী চির বিরহী ৩৫
৫৪। মানস-লতার মূল ডুবেছে ৩৬
৫৫। গানে গানে দিনগুলি মোর ... ... ৩৬—৩৭
৫৬। যে-মুকুল দিন-শেষে পথ-পাশে ঝরে' যায় ... ৩৭

(-২৯)

দ্রষ্টব্য

এই গানগুলির মধ্যে যে-গানগুলি বাঙলা সবাক-চিত্রে ইতিপূর্ব্বে গীত হইয়াছে তাহা নিয়ে উল্লেখ করা হইল। কোন্ গান কোন্ সবাক-চিত্রে গাওয়া হইয়াছে তাহা সূচীপত্রে উল্লেখিত গানের নম্বর অনুসারে লিখিত হইল :—

১৩ নং গান	"দেশের মাটী"।
১৪ নং গান	"আলো ছায়া"।
১৫ এবং ১৬ নং গান	"সাথী"।
১৭ নং গান	"মুক্তি"।
১৮ নং গান	"অধিকার"।
১৯ নং গান	"অশোক"।

UNIVERSITY OF CHICAGO
100 613 846